পাংশা সরকারি কলেজ
পাংশা, রাজবাড়ী।
গার্ল-ইন-রোভার (Girl in Rover)

উৎপত্তি :

গার্ল-ইন-রোভার হলো স্কাউট আন্দোলনের একটি শাখা। ১৯১২ সালে রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ ব্যাডেন-পাওয়েল মহিলাদের জন্য **গার্ল গাইড আন্দোলন** শুরু করেন। পরবর্তীতে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন ধাপের মধ্যে কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের জন্য **গার্ল-ইন-রোভার শাখা** গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে সমন্বয় করে এ শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

লক্ষ্য :

গার্ল-ইন-রোভার শাখার মূল লক্ষ্য হলো তরুণী মেয়েদের চরিত্র গঠন, নেতৃত্ব বিকাশ এবং সামাজিক দায়িত্বশীলতা তৈরি করা, যাতে তারা যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

উদ্দেশ্য :

গার্ল-ইন-রোভার শাখার উদ্দেশ্যগুলো হলো—

১. মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল, দায়িত্ববান ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তোলা।
২. চারিত্রিক দৃঢ়তা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
৩. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
৪. সমাজসেবা, দুর্গত মানুষের সাহায্য এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
৫. সৃজনশীল কার্যক্রম, খেলাধুলা ও নেতৃত্বমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা।
৬. বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক সহযোগিতার চেতনা গড়ে তোলা।

বাংলাদেশে কার্যক্রম

বাংলাদেশে "গার্লস ইন রোভার" কার্যক্রম বাংলাদেশ স্কাউটসের অধীনে পরিচালিত হয়। এর প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলো হলো—

১. **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ**
   - নেতৃত্ব গড়ে তোলা
   - প্রাথমিক চিকিৎসা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ
২. **সমাজসেবা**
   - রক্তদান কর্মসূচি
   - দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে সহায়তা
   - পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম
৩. **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ**
   - জাম্বুরি, ক্যাম্প, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ
   - আন্তর্জাতিক স্কাউটিং কার্যক্রমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব
৪. **নারীর ক্ষমতায়ন**
   - কন্যাশিক্ষা প্রসার
   - নারীর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি
   - নারীর সামাজিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা

সারসংক্ষেপে, **গার্লস ইন রোভার** হলো স্কাউট আন্দোলনের অংশ, যা বাংলাদেশে মেয়েদের চরিত্র গঠন, নেতৃত্ব বিকাশ ও সমাজসেবায় যুক্ত করে ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে।

পাংশা সরকারি কলেজে "**গার্ল-ইন-রোভার**" এর বিভিন্ন কর্মকান্ডের ছবি নিম্নে দেওয়া হলো:

স্কাউটিং সম্প্রসারণ বিষয়ক
মতবিনিময় সভা

৩য় বার্ষিক তাবুবাস

বাংলাদেশ